



194503 - আমাদরে কাছ য়ে সম্পদ ও নয়োমত পৌঁছে সবই আল্লাহ্ৰ দয়ো রযিকি; হোক না সটো আমরা নজি হাতে কামাই করি কথিবা অন্য কটে আমাদরেকো প্রদান করে

প্রশ্ন

আমি জানি য়ে, আল্লাহ্ আমাদরে রযিকি লপিবিদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু রযিকিরে মধ্যযে ক'কি অন্তর্ভুক্ত? য়ে সম্পদ আমরা নজি কামাই করি ও নজি হাতে উপার্জন করি শুধু সগেলো? নাকি আমাদরে আত্মীয়-স্বজন ও অন্যদরে পক্ষ থেকে আমরা য়ে উপহারগুলো পাই সগেলোও ক'এর মধ্যযে পড়বে? শেষেক্ত প্রকারটিও ক'রযিকিরে অন্তর্ভুক্ত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহরে মধ্যযে রয়েছে الرِّزَاقُ (আর-রাজ্জাক— রযিকিদাতা)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর আমি জ্বনি-ইনসানকে সৃষ্টি করছে কবেল আমারই ইবাদত করার জন্য। আমি তাদরে কাছ কনো রযিকি চাই না এবং এটাও চাই না য়ে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয় আল্লাহ্; তিনি প্রকৃষ্টিভাবে রযিকিদাতা, প্রবল শক্তধির, পরাক্রমশালী।” [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬-৫৮]

আরবী الرِّزَاقُ শব্দটি ইসমুল ফায়লে رَازِقٍ থেকে المبالغة (বাহুল্য প্রকাশক শব্দ) হিসেবে গঠিত। যার অর্থ হচ্ছ- অধিক দাতা।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদরে জন্য যা কিছু তাকদীর (নির্ধারণ) করে রেখেছেন, যা কিছু তিনি তাঁর ভাণ্ডার থেকে তাদরে জন্য নাযলি করছেন; যমেন- সম্পদ, সন্তান, স্ত্রী, জ্ঞান, কর্ম, চরিত্র ও স্বাস্থ্য... সবই আল্লাহ্ৰ পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রযিকি। চাই সগেলো তাদরে নজিদেরে কামাই হোক; কথিবা তারা ওয়ারশিসূত্রে পয়ে থাকুক কথিবা উপহাররে মাধ্যমে তাদরে কাছ পৌঁছুক। চাই সগেলো হালাল হোক কথিবা হারাম হোক। সবই আল্লাহ্ৰ পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রযিকি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর আসমানে রয়েছে তোমাদরে রযিকি ও প্রতশিরুত সব কিছু।” [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ২২] তিনি আরও বলেন: “আর তোমাদরে কাছ য়ে সব নয়োমত রয়েছে তা তো আল্লাহ্ৰই কাছ থেকে;” [সূরা নাহল, আয়াত: ৫৩]

কনো বান্দার কাছ অন্যরে কাছ থেকে যা কিছু পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটোকে রযিকি হিসেবে অভ্যহিত করছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন য়ে, তিনি বলেন:



‘যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ এই সম্পদ থেকে কোন কিছু (কারো কাছে) চাওয়া ব্যতীত প্রদান করছেন সে সটো গ্রহণ করুক। কারণ সটো আল্লাহ্র রযিকি; আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা সটো তার দিকে টেনে এনছেন।’ [মুসনাদে আহমাদ (৭৯০৮), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৫৯২১) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

কা’কা’ বনি হাকমি থেকে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ বনি উমররে (রাঃ) কাছে আব্দুল আযযি বনি মারওয়ান এই মর্মে চর্টি লখিনে যে, আমার কাছে আপনার প্রয়োজন পশে করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) জবাবে লখিনে: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “আপনি যাদরে খরপোষ চালান তাদরে দয়িে শুরু করুন। উপররে হাত নীচরে হাতরে চয়ে উত্তম।” আমি ধারণা করি উপররে হাত হচ্ছ— দানকারী হাত; আর নীচরে হাত হচ্ছ— অনুদানপ্রার্থী হাত। আমি আপনার কাছে কোন কিছুর প্রার্থনাকারী নই এবং আল্লাহ্ আপনার পক্ষ থেকে কোন কিছু আমার কাছে টেনে আনলে সটোকৈ প্রত্যাখানকারীও নই।” [মুসনাদে আহমাদ (৬৪০২), মুসনাদরে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

বাইহাক্বী বলেন: “আবু সুলাইমান বলেন; (যা তাঁর পক্ষ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়ছে): الرُّزُقُ (আল-রাজ্জাক) হলনে: রযিকিরে দায়তিবগ্রহণকারী এবং প্রত্যকে প্রাণীর খাদ্যরে দায়তিবগ্রহণকারী; যে খাদ্য তার মরুদণ্ডকে সোজা রাখে।

তনি আরও বলেন: প্রত্যকে যা কিছু তাঁর পক্ষ থেকে তার কাছে পট্টেছে; সটো বধৈ হোক কথিবা অবধৈ হোক— সটো আল্লাহ্র দয়ো রযিকি। অর্থাৎ আল্লাহ্ সটোকৈ তার জন্ম খাদ্য ও জীবিকা বানয়িছেন।” [আল-আসমা ওয়াল হুসান (১/১৭২) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়ী বলেন:

“রযিকি শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয় যা আল্লাহ্ বান্দার জন্ম বধৈ করছেন ও তাকে যটোর মালকি বানয়িছেন। এছাড়া যা কিছুকে বান্দা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে রযিকি দ্বারা সটোকৈও বুঝানো হয়।

প্রথমটির উদাহরণ হচ্ছ আল্লাহ্র বাণী: وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ (এবং আমরা তোমাদেরকে যে রযিকি দয়িছে তা থেকে ব্যয় কর) এবং তাঁর বাণী: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (এবং আমরা তাদরেকে যে রযিকি দয়িছে তা থেকে ব্যয় করে) [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৩] এই প্রকাররে রযিকি হলো হালাল। যহেতু মদ ও হারাম জনিসি কারো মালকিনায় প্রবশে করে না।

আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হচ্ছ আল্লাহ্র বাণী: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (আর যমীনে বচিরণকারী সবার রযিকিরে দায়তিব আল্লাহ্রই।) [সূরা হুদ, আয়াত: ৬] আল্লাহ্ তাআলা পশুকৈও রযিকি দনে। কনিতু এ কথা বলা যায় না যে, ‘পশু সেই রযিকিরে মালকি’ কথিবা ‘আল্লাহ্ পশুর জন্ম আইনগতভাবে সটোকৈ বধৈ করছেন’। কনেনা পশুদরে উপর কোন শরয়ী দায়তিব আরোপ করা হয়নি; যমেনভাবে শিশু ও পাগলদরে উপর কোন দায়তিব আরোপ করা হয়নি। তাই সেই রযিকি পশুদরে



মালকিনাধীন নয় কথিবা তাদরে জন্য হারামও নয়।

হারাম হলো: বান্দা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এমন কিছু জনিসি। এগুলো ঐ রযিকিরে অন্তর্ভুক্ত যটোর ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ব থেকেই জানেন যে, বান্দা এটাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তিনিই এটা তাকদীর (নির্ধারণ) করে রেখেছেন। এই রযিকি যা তার জন্য হালাল করেছেন ও তাকে যটোর মালকি বানিয়েছেন সটোর বপিরাতি।

সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তমোদরে সৃষ্টির উপাদানকে নজি মায়রে পটে একত্রিত করা হয়— চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয় অনুরূপ সময়ে। এরপর তা গশতপনিডে পরিণত হয় অনুরূপ সময়ে। এরপর আল্লাহ একজন ফরেশেতাকে প্রেরণ করেন। ফরেশেতাকে চারটি বিষয়ে আদেশে দেয়া হয়। তাঁকে লপিবিদ্ধ করতে বলা হয়: তার আমল, তার রযিকি, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে; নাকি নিকেকার হবে। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। সেই সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! তমোদরে মধ্যে কটে জান্নাতের অধিবাসীর আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লখিন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করতে থাকে; অবশেষে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তমোদরে মধ্যে কোন ব্যক্তি জাহান্নামবাসীর কর্ম করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। তখন ভাগ্যলপি তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে। অবশেষে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।”

হারাম রযিকিও আল্লাহ কর্তৃক তাকদীরকৃত, যা ফরেশেতার লপিবিদ্ধ করে রেখেছেন এবং যা আল্লাহর ইচ্ছা ও সৃষ্টিকর্মের অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি তিনি সটোক হারাম করেছেন এবং সটো থেকে নিষিধে করেছেন। তাই হারাম রযিকি উপার্জনকারীর জন্য আল্লাহর গজব, নিন্দাবাদ ও শাস্তি; যতটুকু সে প্রাপ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৫৪৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।